123

তারিখ 08 JAN 1986
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

দৈনিক বাংলা

হরতালে ঢাকা ভার্সিটির চলতি অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষা ১২ বার পিছালো

মুজতবা খন্দকার ঃ হরতালে পরীক্ষা ও ক্লাস ব্যাহত হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের মধ্যে চরম অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। চলতি অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষা এই পর্যন্ত ১২ বার পিছিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবারও ভয়াবহ সেশনজটের কবলে পড়ছে বলে আশংকা ব্যক্ত করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সূত্রের মতে, বিরোধীদলগুলোর আন্দোলন কর্মসূচীর অস্পষ্টতা, ঘন ঘন হরতাল অবরোধ কর্মসূচী আহবান আর শেষ মুহূর্তে তা স্থগিত হয়ে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিপাকে পড়ছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন চলছে অনার্স মাস্টার্স পরীক্ষা, এছাড়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা বছরের মাঝামাঝিতে সকল বিভাগের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে পুরোদমে। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষা শুরু হয়েছে গত অক্টোবর থেকে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিডিউল অনুযায়ী এই পরীক্ষা চলতি বছরের পর্যায়ক্রমে জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিল মাসে শেষ হবার কথা। কিন্তু বিদ্যমান আন্দোলন কর্মসূচীতে এই পরীক্ষা পিছিয়েছে ১২ বার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে ১২ বার পরীক্ষা পিছানোর ঘটনা এই প্রথম। গত ডিসেম্বর মাসের ১৭ তারিখ বিরোধীদল হরতাল কর্মসূচী ঘোষণা করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হরতালের কারণে পরীক্ষার তারিখ ও ক্লাস যথারীতি পরিবর্তন করেন। কিন্তু হঠাৎ করে ১৬ ডিসেম্বর রাতে বিরোধীদল আবারও হরতাল হবে না বলে জানায় এবং ৩ ও ৪ জানুয়ারী নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৭ তারিখে পরীক্ষাগুলো ৩/৪ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। যথারীতি এই অবস্থায় আবারও ঘোষণা দিয়ে একই পরীক্ষার শিডিউল পুনরায়

(৪-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

হরতালে ঢাকা ভার্সিটির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পরিবর্তন করে। পরে আবারও বিরোধীদল ২ জানুয়ারী রাতে তাদের কর্মসূচী পরিবর্তন করে। এই কারণে স্বাভা-বিকভাবে আবারও পরীক্ষা পিছিয়ে যায়। এইভাবে গত ২১ দিনে ১০টি বিভাগের ২টি পরীক্ষা পিছিয়েছে ৫ বার, যা রেকর্ড।

হঠাৎ হঠাৎ পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা ও পরিবর্তনে ছাত্রছাত্রীদের চরম ভোগান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

আজ সোমবার থেকে দুই দিন হরতাল হবে কিনা গতকাল রাত ৯টা পর্যন্ত কেউ জানতেন না। সন্ধ্যায় ক্যাম্পাসে গুজব ছড়িয়ে ছিল হরতাল প্রত্যাহার করা হয়েছে। পূর্ব অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে ছাত্রছাত্রীরা এই গুজবকেই বিশ্বাস করেছিলেন। যদিও আগেই এই দু'দিনের পরীক্ষার তারিখ কর্তৃপক্ষ পরিবর্তন করেছেন।

গতকাল সন্ধ্যায় হরতাল হবে কিনা তা ছাত্রলীগ (শা-পা) নেতাকর্মীরাও বুঝতে পারেননি।

সন্ধ্যা থেকে রাত ৯টা অবধি কমপক্ষে ১০ জন অভিভাবক, ৫ জন ছাত্র এবং ২ জন ছাত্রী দৈনিক বাংলা অফিসে হরতাল হবে কিনা, পরীক্ষা পিছিয়েছে কিনা তা জানতে টেলিফোন করেছিলেন। পরীক্ষা পিছিয়েছে এ খবর তাদের জানানো গেলেও হরতালের খবর জানানো যায়নি। রাত ৯টায় আওয়ামী লীগের প্রেসরিলিজ পাওয়ার পর হরতাল হবে—এটা নিশ্চিত হওয়া যায়।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আন্দো-লন কর্মসূচীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একা-ডেমিক কার্যক্রম সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। গতকাল রাতে দৈনিক বাংলার পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন নবীণ, প্রবীণ শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে সেশনজটের সম্মুখীন হচ্ছে।

বিশেষ করে পরীক্ষা শেষ না হওয়ায় শিক্ষকগণ চিন্তিত। শিক্ষকগণ জানান, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডারতো দূরে থাক নিজেরাই ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ নির্দিষ্ট করতে পারছেন না।

শিক্ষকগণ বলেন, এই অবস্থা আর ১৫ দিন বিরাজমান থাকলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি হবে ভয়াবহ।

পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ

১৯৯২ সালের শেষ পর্ব মাস্টার্স অর্থনীতি ও ভূগোল বিষয়ের নবম পত্রের পরীক্ষা ১ ফেব্রুয়ারী, দর্শন ১৫ পত্রের পরীক্ষা ২৭ জানুয়ারী এবং গণীত ১০ম পত্রের পরীক্ষা ২০ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৯৩ সালের বিএ অনার্স দর্শন ৪র্থ পত্রের পরীক্ষা আগামী ২০ জানুয়ারী শনিবার অনুষ্ঠিত হবে।

১৯৯২ সালের শেষ পর্ব এমএসসি গার্হস্থ্য অর্থনীতি ৪র্থ পত্রের পরীক্ষা আগামী ২০ জানুয়ারী, ১৯৯৩ সালের বিএসসি অনার্স গার্হস্থ্য অর্থনীতি প্রথম পত্রের পরীক্ষা আগামী ১৪ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৯৩ সালের এলএলবি প্রিলিমিনারী তৃতীয় পত্রের পরীক্ষা আগামী ১০ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে।

১৯৯৩ সালের কোর্স পদ্ধতির শেষ পর্ব মাস্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষার বাংলা ২৭ ফেব্রুয়ারী, ইসলামের ইতিহাস তৃতীয় ৩ ফেব্রুয়ারী, অর্থনীতি (৪১১) ১৯ জানু-য়ারী, সমাজবিজ্ঞান (৪০৯) ২৭ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে। সকল পরীক্ষা ১টা ৩০ মিনিট থেকে ৫টা ৩০ মিনিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের ৪র্থ তলায় অনুষ্ঠিত হবে।